তোমাকে

শামস্ রহমান

(আলেক্সান্ডার পুশকিন আমার অত্যন্ত প্রিয় কবি। কবির রচনাবলী করির ভাষায় পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। তাতে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবি। পুশকিনের জন্ম ও মৃত্যু ঈষৎ ভিন্ন। তার ধমনীতে বহে কৃষ্ণ মহাদেশের রক্ত। কবির কর্নের ধার ঘেষে কোঁকড়নো কেশ তারই শনাক্তকরণ। মিথ্যা ছাপিয়ে বা রোটিয়ে লেখক/কবিদের হেও বা কলংকিত করা বর্তমানে যেমন, অতীতেও তেমনি ছিল। পুশকিনের জীবনেও এমনটা ঘটে। অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে এবং তার পরিবারের সম্মান রক্ষাত্বে তাকে লড়তে হয়েছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কথিত, এটা ছিল পুশকিনকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র। পুশকিনের অনেক রচনাই বিতর্কিত। আমার কবিতাটিও কবির একটি বিতর্কিত কবিতা 'ক'এর ছাঁয়া অবলম্বনে রচিত)

আমি তোমায় ভালবেসেছি।
ভালবাসা আবার পারে উঠতে জ্বলে;
মোর হৃদয়ে
এখনো তা জ্বলছে তুসের অনলে,
নয়ন ভরে জলে।

(ইয়া ভাস লুবিল।
লুবভ ঈশ্ব বিতস্ মোঝেত,
মা-এই দুশে উগাস-লা নি-য়ে সব্-সিয়েম)

আমার এ ভালবাসা,
তোমায় যেন না করে আর বিচলিত;
অন্তর যেন তোমার অশ্রুজলে
না হয় আর প্লাবিত।

আমার এ ভালবাসা ছিল
অন্তহীন, উদ্দেশ্যবিহীন;
কখনো লজ্জা-উজ্বল মুখে,
কখনো বা ঈর্ষান্বিত মনে।
আমি তোমায় ভালবেসেছি
মনের পবিত্রতা দিয়ে, প্রাণের পানে টেনে।

ঈশ্বর যেন তোমায় তেমনি ভালবাসা দেয়;
অন্য কার কাছে, অন্য কোনখানে॥

(ইয়া ভাস লুবিল
পিচাল-না, বেজ জাভিয়েত-না
.....
কাক্ দাই ভাম্ বোগ
লুবিমাই বিতস্ দ্রুগিম)